Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 61
January-March, 2020

ইসলামে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা : একটি পর্যালোচনা

Outline of Halal Business in Islam : An Analysis

Mohammad Mahbubur Rahman*

ABSTRACT

Business is a significant means of satisfying the multilateral needs of human life. Business meets the demand of individuals and society as well as it enhances the economic prosperity of the country. Given that Islam has put special emphasis on business. Business may be conducted in two ways, i.e., legitimate (Halal) and illegitimate or forbidden (Haram). Legitimate or Halal refers to those matters where there is no explicit prohibition against the activities. At present, business over the lawful products involves prohibited elements that may turn the entire business into haram conduct. Hence time is ripe to inform the businessmen of such gray areas in their business activities. This article in adopting descriptive and analytical methods aims to discuss the outlines of halal and haram as understood in the context of fiqh al-muamalat. The article examines the contemporary ulama's juridical opinions along with the classical scholars' ones. Finally it offers a set of principles that would help know the dos and don'ts to be strictly followed for any business to remain halal.

Keywords: business, economic, legitimate (Halal) , illegitimate (Haram), Shari`ah.

সারসংক্ষেপ

মানবজীবনের বহুমুখী প্রয়োজনপূরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা একদিকে যেমন ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণ হয়, অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। এ কারণেই ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দুটি ধরন রয়েছে: হালাল বা বৈধ ও হারাম বা অবৈধ। বর্তমানে হালাল পণ্যের ব্যবসার ক্ষেত্রে এমন কিছু গর্হিত কাজের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়, যার কারণে পুরো লেনদেন হারামে পরিণত হয়। এজন্য বর্তমান সময়ের দাবি হলো, ব্যবসায়ী মহলকে এ সম্পর্কে সচেতন করা। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ইসলামে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা বর্ণনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (Descriptive Method) ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Analytical Method) অনুসরণ করা হয়েছে। এতে পূর্ববর্তী আলিমগণের পাশাপাশি বর্তমান যুগের আলিমগণের রচনা ও ফতোয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল হওয়ার জন্য যেসব বিষয় অবশ্য পালনীয় এবং বর্জনীয় সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে।

মূলশব্দ: ব্যবসা, অর্থনীতি, হালাল, হারাম, শরী'আহ।

* Mohammad Mahbubur Rahman is a PhD Researcher in the department of Islamic Studies, University of Dhaka & Arabic Lecturer in Darul Ulum Kamil Madrasah, Chittagong. e-mil: mahbuburr824@gmail.com.

১. ভূমিকা

ইসলাম একটি শাশ্বত, সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সৃষ্টি জগতের এমন কোন বিষয় নেই, যে ব্যাপারে ইসলাম স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেনি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

আমরা এ কিতাবে কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখিনি। (Al-Qurān, 6 : 38)

মানব জীবনের অতীব প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের অন্যতম হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কেও ইসলামে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

﴿الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ﴾

'হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট এবং এতদু'ভয়ের মধ্যে যা রয়েছে তা সংশয়যুক্ত।' (Al-Bukhārī 1987, 50)

কুরআন ও হাদীসে যেসব বিষয় বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে শরী'আহর পরিভাষায় তা হালাল। আর যেসব বিষয় অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা হারাম। হালাল-হারাম বিধানের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির কল্যাণ সাধন এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামে যে নির্দেশনা রয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় বর্তমানে হালাল-হারামের বিষয়টি একেবারে উপেক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী দ্রুত সম্পদশালী হওয়ার আশায় বিভিন্ন অনৈতিক ও গর্হিত কাজ করছে; প্রতারণা, ওজনে কম দেওয়া, কালোবাজারি, মজুদদারি, ভেজাল মিশ্রণ, মিথ্যা শপথ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। ফলে কিছু মানুষ রাতারাতি ধনী হচ্ছে, অপরদিকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ তাদের দ্বারা শোষিত হয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এসব বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যবসায়ী মহলকে এসব বিষয়ে সচেতন ও সাবধান করা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। যুগের এ চাহিদা পূরণার্থে আমি 'ইসলামে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা

করেছি। আলোচ্য প্রবন্ধে হালাল ব্যবসার পরিচয়, গুরুত্ব, অবশ্য করণীয়, বর্জনীয় ও নৈতিকতার পরিপালন ইত্যাদি বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. হালাল ব্যবসা ও তার গুরুত্ব

২.১ ব্যবসা-বাণিজ্য

বাংলায় ব্যবসা ও বাণিজ্য ইংরেজি কমার্স (Commerce)-এর প্রতিরূপ, যা ফরাসি Kom'res শব্দ থেকে এসেছে। (Hossen 2004, 1) এর অর্থ জীবিকা, বৃত্তি, পেশা, কারবার, যত্ন, উদ্যম, চেষ্টা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, অনুসন্ধান, ব্যবহার, আচরণ, সওদাগরি ইত্যাদি। (Hoque & Others, 2005, 909) ব্যবসা শব্দের আরও একটি ইংরেজি প্রতিশব্দ Business, যা প্রাচীন Bysing শব্দ থেকেই এসেছে। যার অর্থ যে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা। তবে সব ব্যস্ততাকে ব্যবসা বলা যায় না। শুধু অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সামাজিক ও আইনগতভাবে বৈধ কর্মপ্রচেষ্টাকে সাধারণভাবে ব্যবসা বলা যায়। এ ধরনের কর্মপ্রচেষ্টা চাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংগঠিত হোক কিংবা হোক প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে (Hossen 2004, 1)। ব্যবসার আরবী তিজারাত (تِجَارَةٌ) পরিভাষাটি বহুল প্রচলিত। এর অর্থ বাণিজ্য, কারবার ইত্যাদি (Rahman 2009, 251)।

- ইমাম রাগিব (রহ.) তিজারত শব্দের অর্থ করেছেন, التصرف في رأس المال طلبا للربح মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মূলধন বিনিয়োগ ও ব্যবহার করা (Al-Iṣfahānī 1412H, 64)।
- সাইয়্যেদ সাবেক রহ. বলেন, هُوَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلى سَبِيْلِ التَّرَاضِيْ أَوْ نَقْلُ ملك بِعِوَضٍ عَلى الْوَجْهِ الْمَأْذَنِ 'পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের হস্তান্তর অথবা অনুমোদিত উপায়ে বিনিময়ের দ্বারা মালিকানার স্থানান্তরকে ব্যবসা বলে।' (Sābiq 1999, 3/89)
- ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খলদুন রহ. বলেন, إن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء 'সস্তায় পণ্য ক্রয় করে বেশি দামে বিক্রি করে মূলধনে প্রবৃদ্ধি ঘটানোর মাধ্যমে উপার্জনের প্রচেষ্টাই হল ব্যবসা।' (Ibn Khaldūn 2010, 328)
- অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় ব্যবসা এক ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড (বিজ্ঞান), যেখানে নির্দিষ্ট সৃষ্টিশীল ও উৎপাদনীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে বৈধভাবে সম্পদ উপার্জন বা লাভের উদ্দেশ্যে লোকজনকে সংগঠিত করা হয় ও তাদের উৎপাদনীয় কর্মকাণ্ড রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ব্যক্তির মুনাফা পাওয়ার আশায় পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি এবং মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত অভাব পূরণের লক্ষে সেগুলো বণ্টন এবং এর সহায়ক সবরকম বৈধ, ঝুঁকিবহুল ও ধারাবাহিক কার্যকে ব্যবসায় বলে। (bn.wikipedia 2020, ব্যবসা)

অবশ্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পণ্যদ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই কোনো না কোনোভাবে ক্রয়-বিক্রয় কাজে জড়িত। তাই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কার্যকেই ব্যবসা বলা হয়।

২.২ হালাল ব্যবসা

হালাল শব্দের আভিধানিক অর্থ বিধিসঙ্গত, বিধিসিদ্ধ, আইনসঙ্গত, বৈধ (Rahman 2009, 415)। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে হালাল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ 'আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে যা কিছু বৈধ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন তাই হালাল।' (Al-Tirmīdhī 1998, 1726; Ibn Mājah ND, 3367) আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী রহ. বলেন,

هو المباح الذي انحلت عنده عقدة الحظر، وأذن الشارع في فعله .

''হালাল অর্থ মুবাহ, যা নিষেধের অর্গলমুক্ত এবং শরী'আহ-প্রবর্তক যা করার অনুমতি দিয়েছেন।' (Al-Qaradawī 2012, 10)

কুরআন ও হাদীসে যেসব বস্তুকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেসব বস্তু ইসলামী শরী'আত প্রবর্তিত নিয়মানুযায়ী বাজারজাতকরণের মাধ্যমে পণ্য আদান-প্রদান করে উপার্জনের প্রচেষ্টাকে হালাল ব্যবসা বলে।

২.৩ হালাল ব্যবসার গুরুত্ব

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। শুধু নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় করার নামই ইবাদত নয়; বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অনুসারে যখন যা করা হবে তাই ইবাদতরূপে গণ্য হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে হালাল উপার্জনের অন্যতম পন্থা। তাছাড়া হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, খুলাফায়ে রাশেদীন, আশরায়ে মুবাশ্শারাসহ অধিকাংশ সাহাবী হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কারো ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-রোজগার যদি হারাম হয় তার কোনো আমল ও দু'আ আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إن الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾[المؤمنون: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعثَ أغبرَ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرامٌ، ومشربه حرامٌ، وغُذِيَ بالحرام، فأنى يستجاب له؟!

হে লোকেরা, আল্লাহ্ তাআলা হলেন পূতঃপবিত্র। কাজেই তিনি পবিত্র ছাড়া অপর কিছুই গ্রহণ করেন না। আর তিনি মু'মিনদেরকে সে নির্দেশই দিয়েছেন, যা তিনি তাঁর রাসূলগণকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং সৎ কর্ম করো। আমি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।' তিনি আরো বলেন, 'হে মু'মিনগণ, তোমরা আমার প্রদত্ত রিয্ক থেকে পবিত্র বস্তুগুলোই ভক্ষণ করো।' তারপর তিনি এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন যে দীর্ঘ সফর শেষে

মলিন শরীরে দু'হাত বাড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে, হে আমার রব, হে আমার রব! (এভাবে দু'আ করতে থাকে) অথচ তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, অধিকন্তু সে হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে, তা হলে কীভাবে তার দু'আ কবুল হতে পারে।? (Muslim ND, 1015)

একজন মু'মিন হালাল ও বৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জন করবে এবং তাকে সন্দেহযুক্ত যাবতীয় বিষয় থেকেও বিরত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.

'নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। তবে এতদুভয়ের মধ্যে কতিপয় সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করলো, সেই মূলত নিজের দীন ও ইয্‌যাত-আব্রুকে রক্ষা করলো।'[১] (Al-Bukhārī 1987, 50)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন সন্ধান করাকে ফরয হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

'হালাল রুজি সন্ধান করা মৌলিক ফরযের পর একটি ফরয।' (Al-Bayhaqī 2003, 11695; Al-Quḍā'ī 1986, 122)

অপর হাদীসে নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে উপার্জন করাকে সর্বোত্তম উপার্জন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। হযরত রাফে ইব্‌ন খাদীজ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ধরনের উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন,

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

'নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা করা।' (Aḥmad 2001, 17265)

আল্লামা আশ-শারকাভী রহ. তার হাশিয়াতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ বলে হালাল ব্যবসার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। (Al-Sharakwī ND, 2/3)

ইসলাম বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

'বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।' (Al-Tirmīdhī 1998, 1209)

একবার বিশিষ্ট তাবিঈ ইবরাহিম আন-নাখঈ রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এক ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে কেবল আল্লাহ্‌র ধ্যানেই নিমগ্ন থাকে আর অপর এক ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি জবাব দিলেন, التَّاجِرُ الأَمِينُ 'বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীই।' (Ibn Muflih 1980, 3/430)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালাল উপায়ে রুজি-রোযগার ও ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, طلب الحلال جهاد 'হালাল রুজি তালাশ করা (তথা হালাল উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা) জিহাদের সমতুল্য।' (Al-Quḍā'ī 1986, 82)

৩. হালাল ব্যবসার মূলনীতি

হালাল ব্যবসার মূলনীতিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহ (Obligatory duties)
খ. অবশ্য বর্জনীয় বিষয়সমূহ (Avoidable matters)
গ. নৈতিকভাবে পালনীয় বিষয়সমূহ (code of Ethics)

৩.১ অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহ

ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল তথা বৈধ হওয়ার জন্য কতগুলো বিষয় পরিপালন করা অবশ্যক। তা না হলে ব্যবসা বৈধ হবে না। অবশ্য পরিপালনীয় বিষয়গুলো হলো-

৩.১.১ সততা ও আমানতদারিতা অবলম্বন করা

ব্যবসায় সততা ও সত্যবাদিতা অর্থ হলো কোনরূপ ফাঁক-ফোকর না রেখে, কলা-কৌশল ও চল-চাতুর্যের আশ্রয় না নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা। এটি ব্যবসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া কারো পক্ষে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হওয়া সম্ভব নয়। অসৎ ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

১. আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ কোনো হারাম খাবার তো খেতেনই না, কোনো সন্দেহযুক্ত খাবারও গ্রহণ করতেন না। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ নিজের কোনরূপ অসাবধানতার কারণে সন্দেহযুক্ত কিছু তাঁর পেটে চলে গেলে পাকস্থলী তা গ্রহণ করতে পারতো না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা বমি করে ফেলে দিতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর রা.-এর এক গোলাম তাঁর কাছে প্রায়ই খাবার নিয়ে আসতো। তবে গোলামটি যখনই কোনো খাবার নিয়ে আসতো, আবু বকর রা. জিজ্ঞেস না করে তা খেতেন না। তাঁর পছন্দের কিছু হলে খেতেন। তাতে অপছন্দের কিছু থাকলে খেতেন না। গোলামটি এক রাতে আবু বকর রা.-এর জন্য কিছু নিয়ে এলো। এ সময় তিনি এতই ক্ষুধার্ত ছিলেন যে খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলেন। খাবারটি পেয়ে তৎক্ষণাৎ এক লুকমা খেয়ে ফেললেন। তারপর গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, এ খাবার তুমি কীভাবে সংগ্রহ করেছো? সে জবাব দিলো, كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ 'আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্যগণনার কাজ করেছিলাম। তবে তা আমি ভালো করে জানতামও না। প্রতারণাই করেছিলাম। আজকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর সে আমাকে তার বিনিময় দিয়েছে। এ খাদ্য থেকেই আপনি খেয়েছেন। এ কথা শুনেই আবু বকর রা. গলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং বমি করে পেটে যা কিছু ছিল সবই বের করে ফেলে দিলেন।'(Al-Bukhari 2003, 3554)

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ.

'ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে। তবে সেই সব ব্যবসায়ী এদের ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সততার পথে চলে।' (Al-Bayhaqī 2003, 10414)

হযরত কাতাদাহ রা. বলেন,

اَلتِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللهِ حَلَالٌ مِنْ حَلَالِ اللهِ لِمَنْ طَلَبَهَا بِصِدْقِهَا وَبِرِّهَا .

'ব্যবসা আল্লাহ্‌র রিযিকের মধ্যে একটি রিযিক এবং আল্লাহর হালালকৃত বস্তুগুলোর মধ্যে একটি হালাল, ঐ ব্যক্তির জন্য যে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে ব্যবসা করে।'(Al-Bayhaqī 1 2003, 10396)

অনুরূপভাবে আমানতদারিতা অবলম্বন করাও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরেকটি অবশ্য পালনীয় বিষয়। একজন মু'মিনের প্রতি ঈমানের একান্ত দাবি হলো, সে সর্বাবস্থায় আমানত আদায় করবে।

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

'আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ প্রাপকের কাছে পৌঁছে দাও।' (Al-Qurān, 4 : 58)

হাদীসে বলা হয়েছে, لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ 'আমানত রক্ষার প্রতি যার দায়বদ্ধতা নেই, প্রকৃত অর্থে তার ঈমানও নেই।' (Aḥmad 2001, 13199, 13637)

বস্তুত ব্যক্তির সত্যবাদিতা ও আমানতদারির মাধ্যমেই তার দীনদারি ও ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণেই আমিরুল মু'মিনীন 'উমর রা. বলেন,

لَا تَنْظُرُوا إِلَى صَلَاةِ أَحَدٍ، وَلَا إِلَى صِيَامِهِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا إِلَى مَنْ إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ أَدَّى، وَإِذَا أَشْفَى وَرَعَ.

'কারো নামায ও রোযার প্রতি তাকাবে না; বরং তাকাবে যে, সে কথা বলার সময় সত্য কথা বলে কিনা, তার কাছে আমানত রাখা হলে তা রক্ষা করে কিনা এবং দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ যখন তার নাগালে চলে আসে, সে পরহেয (অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় বাছ-বিচার) করে কিনা?' (Al-Bayhaqī 1 2003, 12693)

৩.১.২ হালাল পথে ব্যবসা করা

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ইসলাম সর্বদা হালাল পথে অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছে। অবৈধ পথে উপার্জন করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করো না।' (Al-Quran, 4 : 29)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى على وُلْدِهِ صِغاراً فهو في سبيل الله وإن كان خرج يَسْعَى على أبوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نَفْسِهِ يُعِفُّها فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وإِنْ كانَ خَرَجَ يَسْعَى رِياءً وَمُفاخَرَةً فَهُوَ فِي سبيل الشيطان

'যদি সে তার ছোট সন্তানদের জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয় তবে সে আল্লাহ্‌র পথে; যদি সে বৃদ্ধ মা-বাবার ভরণপোষণের জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয় তবে সে আল্লাহ্‌র পথে; যদি সে নিজের সচ্ছলতার জন্য বের হয় তা হলেও সে আল্লাহ্‌র পথে; আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও আত্মগৌরব প্রকাশের জন্য বের হয় সে শয়তানের পথে।' (Al-Suyūtī 2010, 2308)

৩.১.৩ পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ

মূল্য নির্ধারণ বলতে পণ্যের এমন একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ বোঝায়, যাতে লভ্যাংশ থাকবে যেন পণ্যের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার উক্ত পণ্যের ভোক্তাদের জন্যও কষ্টসাধ্য না হয়। হানাফী মাযহাব (al-Kasani 1986, 5/129; al-Marghīnānī ND, 4/93; Ibn Nujaim 2013, 8/230), ইমাম মালিক রহ.-এর একটি মত (Ibn Abd al-Bar 2013, 2/730), শাফিয়ীগণের (Al-Nawawī 1991,3/411; Al-Ansārī 1313H, 2/39) দুটি মতের একটির ভিত্তিতে শাসক চাইলে জনকল্যাণ বিবেচনায় এটি করতে পারেন। ব্যবসায়ীগণ যখন সীমাতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি করে আর মূল্য নির্ধারণ করা ছাড়া সাধারণ মুসলিমের অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না, তখন বিচারক বিবেকবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়াও এ মতের পক্ষে তার অবস্থান ব্যক্ত করেছেন (Ibn Qayyim 1317H, 263)।

৩.১.৪ লাভের পরিমাণ যৌক্তিক হওয়া

কোন পণ্যে কত লাভ করা যাবে এরূপ কোন দিক-নির্দেশনা কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। আবার সকল পণ্যে এক রকম লাভ করা যাবে না- এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। আসলে বিষয়টিকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। লাভ নির্ণয়ের বিষয়টি নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর। তবে الربح الفاحش তথা অতিরিক্ত মুনাফা (Excessive and exhorbiant profit) গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা তা এক ধরনের শোষণ ও জুলুম। সাউদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আব্দুর আযীয বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বায রহ. এক ফতোয়ায় বলেন,

ليس للربح حد محدود، بل يجوز الربح الكثير والقليل إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق بأسعار محددة معلومة فليس له أن يغر الناس، بل عليه أن يخبر الناس يقول هذه السلعة موجود بأسعار كذا وكذا.. لكن سلعتي أنا هذه ما أبيعها بالسعر هذا، فإذا أحب أن يشتريها بزيادة فلا بأس، لكن يرشد الناس إلى الأسعار الموجودة، أما إذا كانت الأسعار غير موجودة ولا محددة فله يبيع بما أراد من الثمن

'লাভ ও মুনাফার কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই; বরং বেশি ও কম লাভ করা জায়েয। তবে বাজারে পণ্য যদি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট মূল্যে মওজুদ থাকে তাহলে বিক্রেতার জন্য মানুষকে ধোঁকা দেয়া ঠিক নয়; বরং তার কর্তব্য হল, মানুষকে জানিয়ে দেয়া যে, এই দ্রব্যটি এত মূল্যে (বাজারে) মওজুদ আছে। কিন্তু আমি এই মূল্যে আমার এই পণ্যটি বিক্রি করব না। এক্ষণে ক্রেতা যদি বেশি মূল্যে তা ক্রয় করতে পছন্দ করে কোন দোষ নেই। তবে বিক্রেতা বাজার দাম সম্পর্কে মানুষকে অবগত করবে। আর মূল্য যদি নির্ধারিত না থাকে তাহলে সে যেকোন মূল্যে বিক্রি করতে পারে।' (*binbaz.org.sa/old/28754*)

পণ্য মূল্য জানেনা এমন ক্রয়কারীর নিকট থেকে বেশি মূল্য আদায় করা ইসলামে নিষিদ্ধ। ফকিহগণের দৃষ্টিতে তা ধোঁকা, প্রতারণা। যারা একাজ করে তাদেরকে 'মুস্তারসিল' বা অতি মুনাফাখোর বলে হাদীসে নিন্দা করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

اَيُّما مُسْلِمٍ اِسْتَرْسَلَ إلى مُسْلِمٍ فَغَبَنَهُ فِيْ الْبَيْعِ

যে মুসলিমই অপর মুসলিমের নিকট থেকে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা নিল সে তাকে প্রতারিত করল এবং সে বড়ই অপরাধী। (Al-Suyūtī 2010, 5056)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَمَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَغْبِنُهُمْ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ؛ بَلْ يُمْنَعُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَلْتَزِمَ طَاعَةَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمَغْبُونِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فَيَرُدَّ السِّلْعَةَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ وَإِذَا تَابَ هَذَا الْغَابِنُ الظَّالِمُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَرُدَّ إلَى الْمَظْلُومِينَ حُقُوقَهُمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمِقْدَارِ مَا ظَلَمَهُمْ بِهِ وَغَبَنَهُمْ؛ : لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ-

'কোন বিক্রেতা সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, সে ক্রেতাদেরকে ধোঁকা দেয় তাহলে সে শাস্তির হকদার হবে। এমনকি আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য অবলম্বন না করা পর্যন্ত তাকে মুসলমানদের বাজারে বসা থেকে নিষেধ করা হবে। অন্যদিকে প্রতারিত ব্যক্তি বিক্রয় ভঙ্গ করে পণ্য ফিরিয়ে দিয়ে মূল্য গ্রহণ করতে পারে। আর যদি এই অত্যাচারী প্রতারক তওবা করে এবং অত্যাচারিতদের কাছে তাদের পাওনা ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্রেতার সঙ্গে কৃত প্রতারণা ও যুলুমের পরিমাণ মাফিক সদকাহ্ করবে। যাতে এর দ্বারা আল্লাহ্র যিম্মা (পাকড়াও) থেকে সে রেহাই পায়।'(Ibn Taymiyyah ND, 29/360-361)

সারকথা হলো, ইসলামে বৈধ ও সুবিচারপূর্ণ মুনাফা হচ্ছে,

- যা স্বাভাবিক সুস্থ-শান্ত অবস্থায় চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মানুযায়ী উন্মুক্ত স্বাধীন বাজারে লেনদেনের দরুন অর্জিত হয়।
- উৎপাদন ব্যবস্থা ও পণ্য বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করার পর ব্যবসায়ীদের নিকট যতটা উদ্বৃত্ত থাকবে।
- ব্যবসায়ীদের ক্রয়ক্ষমতা থেকে আনুপাতিক মূল্যে যা অর্জিত হবে। (Rahim, 1980, 14)

৩.১.৫ লেনদেনে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকা

মুনাফা অর্জন ও সম্পদ বৃদ্ধির যেসব ব্যবসায় উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষের স্বতঃফূর্ত সম্মতি পাওয়া যায়নি; বরং জবরদস্তিমূলক সম্মতিকে স্বতঃফূর্ত সম্মতি বলে ধরে নেয়া হয়েছে, যেমন সুদের ব্যবসা বা শ্রমিককে শ্রমের তুলনায় কম পারিশ্রমিক প্রদান করা- এরূপ করা হারাম। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

'হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।' (Al-Qurān, 4:29)

হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ 'ক্রয়-বিক্রয় সম্মতির ভিত্তিতে হবে।' (Ibn Mājah ND, 2185; Al-Suyūtī 2010, 4088)

তিনি আরো বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

'সন্তুষ্টচিত্তে না দিলে কোন মুসলমানের সম্পদ কারো জন্য হালাল হতে পারে না।' (Al-Bayhaqī 2003, 11524, 11526)

তিনি আরো বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ.

'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিরূপায় ব্যক্তি থেকে কোন বস্তু খরিদ করতে নিষেধ করেছেন।' (Abū Dā'ūd ND, 3382)

অর্থাৎ তার অনন্যোপায় অবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা গ্রহণ করার জায়িয নেই।

৩.২ অবশ্য বর্জনীয় বিষয়সমূহ

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল প্রকাররের প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, মুনাফাখোরী, অবৈধ মজুদদারী, কালোবাজারী, ওজনে কমবেশি করা, পণ্যের দোষত্রুটি গোপন করা, হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় ও মিথ্যা শপথ দ্বারা পণ্যের প্রচার ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম তথা নিষিদ্ধ (Al-Zahabī ND, 102)।

রিফা'আ ইব্ন রাফি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ.

'একদা আমি নবী করিম ﷺ-এর সঙ্গে ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন, লোকেরা কেনাবেচা করছে। তিনি তাদের ডাক দিলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিয়ে তারা ঘাড় ও চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন

পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে। তবে সেই সব ব্যবসায়ী এদের ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সততার পথে চলে।' (Al-Tirmīdhī 1998, 1210)

৩.২.১ সুদভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য

আল্লাহ্ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। কারণ সুদ অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, আয়বৈষম্য বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবিচার সৃষ্টি করে। এজন্য ইসলাম চিরতরে সুদভিত্তিক যাবতীয় দেনদেন নিষিদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 'আল্লাহ্ তাআলা ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।' (Al-Qurān, 2 :275)

হাদীসে রয়েছে,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺآكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

'আল্লাহ্ তাআলা সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক, সুদি কারবারের সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা সবাই সমান।' (Muslim ND, 1598, 2995)

৩.২.২ পরিমাণে কম-বেশি করা

পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওজনে কম দেওয়া কিংবা ওজন করে নেওয়ার সময় বেশি নেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। আল-কুর'আনে এহেন কর্মকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষের কেউ-ই যেন না ঠকে, ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যার লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়। আর যখন লোকদের মেপে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? সে মহা দিবসে। যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপ্রতিপালকের সম্মুখে। (Al-Qurān, 83 : 01)

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

নবী করীম ﷺ যখন মদিনায় আসেন তখন মদিনাবাসী মাপে বেশি কারচুপি করতো। তখন মহান আল্লাহ্ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ আয়াত নাযিল করেন। এরপর থেকে তারা ঠিকভাবে ওজন করতে লাগলো। (Ibn Mājah ND, 2241)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর রা. যখন বাজারে যেতেন, তখন বিক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলতেন,

اتق الله وأوف الكيل والوزن بالقسط فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف اذانهم

আল্লাহকে ভয় কর। মাপ ও ওযন ন্যায্যভাবে কর। কেননা মাপে কম দানকারীরা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান থাকবে এমন অবস্থায় যে, ঘামে তাদের কানের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে। (Kishk ND, 30/7893)

৩.২.৩ প্রতারণা বা ধোঁকা দেয়া

মানুষ মানুষকে ঠকানোর জন্য যেসব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে থাকে তন্মধ্যে অন্যতম হলো ধোঁকা বা প্রতারণা। এটি একটি জঘন্য অপরাধ। এর দ্বারা মানব সমাজে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। বেচাকেনার ক্ষেত্রে প্রতারণা করা, পণ্যদ্রব্যের পরিচয় দান কিংবা গুণ বর্ণনার ব্যাপারে মিথ্যা উক্তি করা কিংবা ভুল প্রচারণা করা বা মালে ভেজাল মিশানো হারাম। যেমন- বিজ্ঞাপনের সময় কোন বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করা। কেননা, এতে ক্রেতাকে প্রতারিত করা হয়। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধোঁকা দিয়ে অর্থোপার্জন নিষেধ করেছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্পষ্ট ঘোষণা করেন, 'مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ধোঁকা ও প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (Muslim ND, 146) এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺمَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যে খাদ্য শস্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরূপ বিক্রি করছো? তখন সে ব্যক্তি তা বর্ণনা করে। ইত্যবসরে তাঁর প্রতি এমন ওহি নাযিল হয় যে, আপনি আপনার হাত ঐ খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। তখন তিনি তাঁর হাত খাদ্যশস্যের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে পান যে, তার ভিতরের অংশ ভেজা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে প্রতারণা করে। (Abū Dā'ūd ND, 2995, 3452)

অপর হাদীসে এসেছে, 'نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কঙ্কর নিক্ষেপ করে বেচাকেনা করতে এবং প্রতারণামূলক লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।' (Muslim ND, 2783)

উল্লেখ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে পণ্যে দোষ-ত্রুটি থেকে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত দোষ-ত্রুটিকে গোপন রেখে বা কৌশলে তা বিক্রি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে ক্রেতাকে উক্ত দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানাতে হবে। পণ্য বিক্রয়ের সময় পণ্যের দোষত্রুটি উল্লেখ করতে হবে। না হলে হালাল হবে না। (Al-Qaradawī 1984, 360)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, ততক্ষণ তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়েই সততা অবলম্বন করে এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পণ্যের দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের এ ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দূর হয়ে যাবে। (Al-Bayhaqī 2003, 10434, 10484)

পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রেখে ক্রেতাকে দুধাল গাভী হিসাবে বুঝিয়ে বিক্রি করা প্রতারণার শামিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

'যে ব্যক্তি দুধ আটকে রাখা বকরি ক্রয় করেছে সে তিন দিনের মধ্যে এটির ব্যাপারে (সিদ্ধান্ত গ্রহণের) এখতিয়ার রাখে। আর তা হচ্ছে যদি সে চায় তো সেটিকে রেখে দিবে অথবা ফিরিয়ে দিবে এক ছা' পরিমাণ খেজুরসহ।' (Muslim ND, 2803)

৩.২.৪ একজনের দরাদরির ওপর আরেকজনের দরাদরি করা

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যখন একজন কোন জিনিসের দাম করে তখন তার উপস্থিতিতে তার দরদামের উপর দরদাম করা বৈধ নয়, যতক্ষণ সে তাকে অনুমতি না দেয় বা স্থান ত্যাগ না করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।' (Al-Bayhaqī 2003, 10901)

অপর হাদীসে তিনি বলেন,

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, আর তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম না করে। (Ibn Mājah ND, 2163)

উল্লেখ্য, কেউ যদি বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় তাহলে তার অনুমতি ছাড়া উক্ত প্রস্তাবের উপর অন্য কারো নতুন কোনো প্রস্তাব করাও ইসলামে গ্রহণীয় নয়। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, ইব্ন 'উমর রা. -এর সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ.

কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং কারো বিয়ের প্রস্তাবের উপর বিয়ের প্রস্তাব না দেয়। (Aḥmad 2001, 5304, 6034)

৩.২.৫ অবৈধ মজুদদারী

ইসলাম মানুষকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়েছে। তবে এ স্বাধীনতার সুযোগ মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী মজুদ রেখে বাজারে পণ্য সংকট সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জন ইসলামে বৈধ নয়। কেননা, এতে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে এবং নিম্ন আয়ের মানুষেরা দুর্ভোগের শিকার হয়। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবকে কষ্ট দিয়ে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করার লক্ষে তথা অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সম্পদ মুজদ করে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مِنْ اِحْتَكَرَ الطَّعَامَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ.

যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত পর্যন্ত খাদ্য-দ্রব্য মজুদ করবে, সে মহান আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং তার সঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না। (Aḥmad 2001, 4880)

তিনি আরো বলেন,

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

আমদানিকারক বা সরবরাহকারী জীবিকাপ্রাপ্ত হয় এবং মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুদকারী হয় অভিশপ্ত। (Ibn Majah 4144, 2153)

তিনি আরো বলেন, لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ 'অপরাধী ব্যতীত কেউ মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুদ করে না। (Muslim, 3013) অর্থাৎ যে এরূপ করে সে অপরাধী।'

ইমাম নববি রহ. বলেন, هذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار 'মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীসটি দ্ব্যর্থহীন।' (Al-Nawawī 1987, 11/43) পণ্য মজুদ করে রেখে মুনাফা অর্জনকে ইসলাম অপরাধ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং যারা অপরাধী তারাই এ জঘন্য কাজটি করে থাকে।

উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ - কে বলতে শুনেছি,

مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ

কেউ যদি মুসলিমদের থেকে তার খাদ্যশস্য আটকিয়ে রাখে, তবে আল্লাহ্ তাআলা তার ওপর কুষ্ঠরোগ ও দরিদ্রতা চাপিয়ে দেন। (Ibn Mājah ND, 2155; Al-Suyūtī 2010, 12130)

বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী রহ. বলেন, দুর্ভিক্ষের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া যদি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে বিচারক বা আদালত মজুদদারকে খাদ্যশস্য বিক্রি করে দেয়ার জন্য আদেশ জারি করবেন। মজুদদার যদি হুকুম তামিল না করে, তবে বিচারক তার খোরাকী বাবদ খাদ্যশস্য রেখে বাকিগুলো বিক্রি করে দিবেন। যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার মত টাকা-পয়সা না থাকে, তবে বিচারক ক্রমশ তা বণ্টন করে দিবেন। পরে তাদের হাতে খাদ্যশস্য আসলে আদালত তাদের

নিকট থেকে তা উসুল করে দাতার নিকট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। নিজস্ব জমির খাদ্যশস্যের ব্যাপারেও এ বিধান প্রয়োজ্য হবে। অবশ্য কেউ যদি নিজের জমির ফসল হতে নিজের ও পরিবারের বাৎসরিক প্রয়োজন পূরণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য সঞ্চয় করে রাখে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। (Al-Marghīnānī ND 4/374)

৩.২.৬ ব্যবসায় দালালি

আধুনিক বাজার ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালি (মধ্যস্থতা) প্রথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার যথাযথ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সময় ও সুযোগ না থাকার কারণে অনেক সময় তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন দেখা দেয়। এরূপ মধ্যস্থতা 'দালালি' নামে অভিহিত। ইংরেজিতে দালালি শব্দের অর্থ Brokery। যেমন দালাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, A person who buys and sells things for other people. (Oxford Advanced Learner's Dictionary2005, 159) আরবি ভাষায় দালালিকে 'সিমসারাহ' (سِمْسَرَةٌ) বলে। আর যে দালালি করে তাকে 'সিমসার' (سِمْسَارٌ) বলে। এর অর্থ হলো অভিজ্ঞ, চালাক, বিচক্ষণ। দালালির পরিচয় দিতে গিয়ে মুহাম্মদ রাওয়াস কাল'আজী বলেন,

سمسار: وسيط وبائع وشاري وساعي للواحد منهما، فارسي من سپسار.

সিমসার শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে আগত। যার অর্থ- ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী।' (Qal'ajī 1998, 19)

সুতরাং দালালি বলতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অথবা একজনের সন্তুষ্টির জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করা বোঝায়। বর্তমানে অধিকাংশ ক্রেতা দালালদের খপ্পরে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম দালালী করা নিষিদ্ধ করেছে। আর যদি এর মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতা কারো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই।

৩.২.৭ বায় আন-নাজাশ তথা ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে দালালি করা

নাজাশ শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে, اَلْمَدْحُ وَالْإِطْرَاء অর্থাৎ কোন জিনিসের অতিরিক্ত প্রশংসা করা। অর্থাৎ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও জনগণকে প্ররোচিত করে দাম বাড়ানো। নাজাশ-এর সংজ্ঞায় প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ তাকী উসমানী বলেন,

هُوَ أَنْ يَزِيْدَ الرَّجُلُ فِيْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ لَا لِرَغْبَةٍ شرائِهَا، بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ لِيَزِيْدَ وَيَشْتَرِيَهَا.

কোনো ব্যক্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্য নয়; বরং অপরকে প্রতারিত করার জন্য এবং অধিক মূল্যে ক্রয়ে প্ররোচিত করার জন্য গ্রাহক সেজে দ্রব্যের চড়া মূল্য দেয়ার প্রস্তাব করাকে নাজাশ বলে। (Osmanī 1992, 1/330)

এরূপ কল্পনাপ্রসূত নিলামের মাধ্যমে পণ্য দ্রব্যের দাম বাড়ানো ইসলামে জঘন্য অপরাধ বিধায় এ ধরনের ব্যবসা নিষিদ্ধ। শায়খ সালেহ ফাওযান বলেন,

هذا حرام وهذا من النجش وأكل أموال الناس بالباطل،

এটি হারাম, নাজাশের অর্ন্তভুক্ত এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার নামান্তর। (Ibn Fawzān 1991, 24-25)

এভাবে মূল্য বাড়ানোর জন্য মিছামিছি পণ্যদ্রব্যের দামদস্তুর করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ النَّجْشِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রেতাকে প্রতারিত করে মূল্য বাড়িয়ে দাম সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন। (Al-Bukhārī, 1987, 6562)

ইবনু কুদামা রহ. বলেন, ولأن في ذلك تغريرا بالمشترى، وخديعة له 'এ ধরনের বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, এটি ক্রেতার সঙ্গে প্রতারণা করা ও তাকে ধোঁকা দেয়ার শামিল।' (Ibn Qudāmah ND, 6/304-305) বিক্রেতা ও ভোক্তাদের মাঝে দালাল বা Middle manএর অনুপ্রবেশের কারণে দ্রব্যের দাম কিছুটা বেড়ে যায়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ

কোন ব্যক্তি মুসলমানদের লেনদেনে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটালে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা আগুনের হাড়ের উপর তাকে বসিয়ে শাস্তি দিবেন। (Aḥmad 2001, 20292)

৩.২.৮ মিথ্যা শপথ করা

ব্যবসা-বাণিজ্য তথা ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়া ঘৃণিত কাজ বলে বিবেচিত। তাই মিথ্যা কসম পরিহার করা উচিত। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

কসম খাওয়ায় মালের কাটতি অধিক হয় কিন্তু তা বরকত দূর করে। (Al-Bayhaqī 2003, 10406)

আবু কাতাদাহ রা. বলেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি,

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

ব্যবসায় অধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাক। এর দ্বারা মাল বিক্রি বেশি হয়, কিন্তু বরকত কমে যায়। (Muslim ND, 3015)

মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ীর প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তিন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন

না। তন্মধ্যে এক শ্রেণি হল, الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ 'ঐ ব্যবসায়ী যে মিথ্যা কসম করে তার পণ্য বিক্রি করে।' (Muslim ND, 154)

আব্দুর রহমান বিন শিবল রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ

ব্যবসায়ীরা পাপিষ্ঠ। তখন তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তাআলা কি ব্যবসাকে হালাল করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! কিন্তু তারা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা শপথ করে ও গুনাহ্গার হয়। (Aḥmad 2001, 15530)

ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক কসম করার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস আল-দেহলভি রহ. তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'তে বলেন,

يكره إكثار الحلف فى البيع لشيئين: كونه مظنة لتغرير المتعاملين، وكونه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب، والحلف الكاذب منفقة للسلعة لان مبنى الإنفاق على تدليس المشترى، وممحقة للبركة لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة إليه، وقد تباعدت بالمعصية بل دعت عليه-

দু'টি কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক কসম করা মাকরুহ। (ক) এটা ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার শামিল। (খ) তা হৃদয় থেকে আল্লাহর নামের মর্যাদা দূরীভূত হওয়ার কারণ। আর মিথ্যা শপথ পণ্যে কাটতি বৃদ্ধি করে। কেননা তখন কাটতি বাড়ার ভিত্তি হয় ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং তা (মিথ্যা শপথ) বরকত নির্মূল করে। কেননা তার (বিক্রেতার) জন্য ফেরেশতাদের দু'আই বরকতের ভিত্তি। আর পাপের কারণে সেই বরকত দূরীভূত হয়ে যায়। এমনকি ফেরেশতারা তার উপর বদদু'আ করে। (Dehlawī ND, 2/203)

৩.২.৯ অপবিত্র বস্তুর ব্যবসা হারাম

অপবিত্র বস্তু, শরী'আতের দৃষ্টিতে যার কোন মূল্য নেই তা হারাম বলে গণ্য হবে। যেমন- মদ, গাজা, শূকর, রক্ত, মূর্তি, ক্রুশ, প্রতিকৃতি ইত্যাদি হারাম হওয়ার কারণে এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন, বণ্টন, উপার্জন বৈধ নয় তথা হারাম। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ 'তোমাদের জন্য মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত হারাম করা হয়েছে।' (Al-Quran, 5 : 3) অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছুই না। অতএব, এগুলো থেকে বিরত থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (Al-Qurān, 5 : 90)

আল্লাহ্ তাআলা যেসব দ্রব্য হারাম করেছেন, সেসব দ্রব্যের ব্যবসাও হারাম করেছেন। জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মক্কা বিজয়ের বৎসর এবং মক্কা থাকাবস্থায় বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ হারাম ঘোষণা করেছেন মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা। তখন বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ! আপনি কি মনে করেন যে, লোকেরা মৃত পশুর চর্বি দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়, তা দিয়ে চামড়ার বার্ণিশ করে এবং লোকেরা তা চকচকে করার কাজে ব্যবহার করে? তখন তিনি বললেন, না, তা হারাম। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাআলা ইহুদীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন, কারণ মহান আল্লাহ্ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছেন অথচ তারা একে গলিয়ে নেয় এবং বিক্রি করে ও তার মূল্য ভক্ষণ করে। (Al-Bayhaqī 2003, 11047)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

আল্লাহ্ লা'নত বর্ষণ করেন মদের উপর এবং যে তা পান করে, যে তা পরিবেশন করে, যে তা বিক্রি করে, যে তা ক্রয় করে, যে তা নির্যাস তৈরি করে, যার জন্য নির্যাস তৈরি করা হয়, যে তা বহন করে আর যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় সবার উপর। (Abū Dāūd ND, 3189, 3664)

৩.২.১০ মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে বেচাকেনা

ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের মতে, স্থাবর সম্পত্তি হস্তগত হওয়ার পূর্বেই বিক্রি জায়িয। তবে অস্থাবর সম্পদ হস্তগত হওয়ার পূর্বে বেচাকেনা করা জায়িয নয়। অবশ্য এই হস্তগত হওয়ারও ব্যাখ্যা আছে। হস্তগত হওয়ার অর্থ হলো, নিজের প্রাপ্য সুনির্ধারিত হয়ে যাওয়া। তাই মালের প্রকৃতির তারতম্যের ভিত্তিতে হস্তগত করার পদ্ধতি নির্ধারণের মধ্যেও তারতম্য হবে। মাল যদি সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা হয়, তবে তা সরাসরি হস্তগত হওয়ার দ্বারাই নির্ধারিত হবে। পক্ষান্তরে চাল, ডাল, গম ইত্যাদি বস্তু হয় তাহলে লেনদেনের সময় ক্রেতার অংশটা ইশারা করে দেখিয়ে দিলেই তার অংশ নির্ধারিত হয়ে যায়। তারপর ইচ্ছা করলে সে বেচা-বিক্রিও করতে পারে। (Al-Jajaeri ND, 538)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ 'যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করেছে সে যেন তা গ্রহণ ও তার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিক্রয় না করে।' (Muslim ND, 2813)

৩.২.১১ কালোবাজারী

অধিক লাভের প্রত্যাশায় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে মজুদ করে রাখা এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হলে সে মজুদকৃত পণ্য সংকটকালে অধিক লাভে পশ্চাতদ্বারে বিক্রি করাকে বলে কালোবাজারী (Black Marketing) । অসৎ ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে এ পন্থা অবলম্বন করে থাকে। এতে সর্বসাধারণ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। কালোবাজারীর কারণে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এ জন্যই কালোবাজারী ইসলামে নিষিদ্ধ।

৩.২.১২ অস্তিত্বহীন, হস্তান্তর অযোগ্য এবং অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করা

যে বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই তা বিক্রি করা বৈধ নয়। যেমন- উট, গরু অথবা ছাগলের গর্ভস্থ বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করা। যে পণ্য হস্তান্তর করা যায় না এবং হস্তগত হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা আছে তার বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য। যেমন- উড়ন্ত পাখি ও পানির মাছ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.

পানির নিচের মাছ বিক্রয় করো না। কেননা, এটি অনিশ্চিত বা গারার। (Aḥmad 2001, 3676)

অনুরূপভাবে ক্ষেত্রের ফসল ও বাগানের ফলমূল পাকা ও খাবার উপযোগী হবার পূর্বে বিক্রি করাও জায়িয নয়। কেননা, প্রাকৃতিক কারণে ফসল বিনষ্ট হলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। হযরত আনাস ইব্ন মালিক রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ فَقَالَ حِينَ تَحْمَرُّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ.

নবী করিম ﷺ ফল পাকার আগেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলো, ফল পেকেছে এটা কিভাবে বুঝবো? তিনি বললেন, যখন লাল হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার কী অভিমত, আল্লাহ্ যখন ফলন দেবেন না, তখন তোমার ভাইয়ের টাকা নেয়া তোমাদের জন্যে কিভাবে জায়িয হবে? (Al-Bukhārī 1987, 1488, 2198)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর রা. বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাকার আগে খেজুর বিক্রি করতে এবং সাদা হওয়ার আগে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত হওয়ার আগে খেজুরের ছড়া বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিক্রেতা

ও ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।' ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, 'পরিপক্ক হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তা লাল বা হলুদ রং ধারণ করা। (Muslim ND, 2828)

৩.২.১৩ অগ্রগামী হয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা

অগ্রগামী হয়ে ক্রয়-বিক্রয় করাকে হাদীসের ভাষায় তালাক্কি বলা হয়। তাল্লাকির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লি বলেন,

هو مبادرة بعض أهل المدينة أو البلد لتلقى الآتين إليها، فيشترى منهم ما معهم، ثم يبيع كما يرى لأهل البلد.

কোন শহুরে গ্রাম থেকে পণ্য নিয়ে শহরের দিকে আগত লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের পণ্য কিনে নিয়ে পরে তার ইচ্ছামত দামে শহর-নগরবাসীদের কাছে বিক্রি করাকে তালিক্কি বলে। (Al-Zuhaylī 1989, 4/229)

বিক্রেতা বাজারে পৌঁছতে না পারলে সে বাজার দর সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। এমতাবস্থায় পথিমধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই ক্রেতাকে বাজারে পৌঁছার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে পণ্য ক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ 'বিক্রির বস্তু বাজারে উপস্থিত করার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয়ের জন্য যাবে না।' (Al-Bukhārī 1987, 2165)

এমনকি কেউ যদি এ ভাবে অগ্রগামী হয়ে পণ্য ক্রয় করে বিক্রেতার জন্য তা রহিত করার এখতিয়ার থাকবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

যারা পণ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসছে, এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। যদি কেউ এমন করে এবং কোন বস্তু ক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রেতা বাজারে পৌঁছার পর (উক্ত বিক্রয়কে বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার) অবকাশ পাবে। (Muslim ND, 1519, 2796)

অনুরূপভাবে কোন কাফেলার মালপত্র টানাটানি করে বাজারে উঠানোকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তার কারণ, نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ 'অন্যের মাল টানাটানি করে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।' (Al-Bukhārī 1987, 2019)

শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভি রহ. বলেন,

وهذا مظنة ضرر بالبائع لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له،... وضرر بالعامة لأنه تَوَجَّهَ فى تلك التجارة حقُّ أهل البلد جميعا، والمصلحة المدنية تقتضى أن يقدم الأحوج فالأحوج.... فاستئثار واحد منهم بالتلقى نوع من الظلم .

এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা যদি সে বাজারে পৌঁছতে পারত, তাহলে বেশি মূল্যে বিক্রি করতে পারত। ... অনুরূপভাবে

এটা সাধারণ লোকদেরও ক্ষতির কারণ। কেননা তাতে শহরের সকল অধিবাসীর হক রয়েছে। যে অধিক মুখাপেক্ষী তার কাছে পণ্য পৌছিয়ে দেয়া নাগরিক কল্যাণের দাবী। সুতরাং তালাক্কির মাধ্যমে তাদের একজনের সকল মাল একচেটিয়াভাবে দখল করা এক ধরনের যুলুম।' (Dehlawī ND, 2/201)

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوْزُ 'এটা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়ার নামান্তার। আর ধোঁকা দেয়া নাজায়েয।' (Al-Bukhārī 1987, 3/73)

ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন, هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيْعَةِ 'এটা এক ধরনের প্রতারণা।' (Al-Tirmīdhī 1998,1142)

৩.২.১৪ সমজাতীয় বস্তু কমবেশি করে বিনিময় করা

সমজাতীয় বস্তু কম-বেশি করে বিক্রি করা নিষিদ্ধ, যা সুদের নামান্তর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমান সমান, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সমান সমান, গমের বিনিময়ে গম সমান সমান, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান, যবের বিনিময়ে যব সমান সমান বিনিময় করা যাবে। এগুলো লেনদেনে যে ব্যক্তি বেশি দিল অথবা বেশি গ্রহণ করল, সে সুদে লিপ্ত হল। রুপার বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রি করতে পার। খেজুরের বিনিময়ে গম যেভাবে ইচ্ছে নগদে বিক্রি করতে পার। খেজুরের বিনিময়ে যব যেভাবে ইচ্ছে নগদে বিক্রি করতে পার। (Al-Tirmīdhī 1998,1161)

বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে, হযরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেলাল রা. নবী করিম ﷺ-এর নিকট উন্নতমানের কিছু খেজুর নিয়ে এলেন। তখন নবী করিম ﷺ তাকে বললেন, কোথা থেকে এনেছ? বেলাল রা. জবাবে বললেন, আমাদের কিছু নিম্নমানের খেজুর ছিল, সেগুলোর দুই ছা' দিয়ে এক ছা' ক্রয় করেছি। এটা করেছি নবী করিম রা. -কে খাওয়ানোর জন্য। তখন নবী করিম ﷺ বললেন,

أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

ওহ! এটাই স্পষ্ট সুদ, এটাই স্পষ্ট সুদ, এটা করো না। যদি উন্নত মানের খেজুর ক্রয় করতে চাও, তাহলে তোমার কাছে যে খেজুর আছে তা প্রথমে বিক্রি করে দিবে। অতঃপর প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে উন্নত মানের খেজুর ক্রয় করবে। (Al-Bukhārī 1987, 2312)

৩.২.১৫ পণ্যে ভেজাল মিশানো

বর্তমান সময়ে পণ্য-দ্রব্যে ভেজাল নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে ঔষধ পর্যন্ত প্রায় সকল পণ্যে ভেজালের উপস্থিতি লক্ষণীয়। পণ্য-সামগ্রীতে ভেজাল হিসেবে এমন কিছু উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। দিন দিন নিত্য-নতুন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে অগণিত মানুষ। এভাবে খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল দিয়ে একশ্রেণির মানুষ মুনাফা অর্জন করছে আর এক শ্রেণির মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। খাদ্য-দ্রব্য ভেজাল দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। শুধু নিষিদ্ধ নয়; বরং যারা একাজে জড়িত তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উম্মতেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যে খাদ্য শস্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরূপ বিক্রি করছো? তখন সে ব্যক্তি তা বর্ণনা করে। ইত্যবসরে তাঁর প্রতি এমন ওহি নাযিল হয় যে, আপনি আপনার হাত ঐ খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। তখন তিনি তাঁর হাত খাদ্যশস্যের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে পান যে, তার ভিতরের অংশ ভেজা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে প্রতারণা করে। (Abū Dā'ūd ND, 2995, 3452)

৩.২. ১৬ চোরাই জিনিসের বেচা-কেনা হারাম

ইসলাম অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে। অপরাধীদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছে। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া হয়েছে তা জেনে শুনে ক্রয় করা হারাম। কেননা, তা করা হলে অপহরণকারী, চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, مَنِ اشْتَرَى سَرَقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدِ اشْتَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا 'যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করলো, সে তার অন্যায় কাজে ও গুনাহে শরিক হয়ে গেল।' (Al-Bayhaqī 2003, 10826)

চুরি করা মালের ওপর যদি দীর্ঘদিনও অতিবাহিত হয়, তাহলেও তার গুনাহ্ দূর হয়ে যায় না। কেননা ইসলামে সময়ের দীর্ঘতা হারামকে হালাম করে দেয় না, প্রকৃত মালিকের হক নাকচ করে না।

৩.২.১৭ অনৈতিক পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য

অনৈতিক পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য জায়িয নেই। যেমন- অশ্লীল গান-বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস, পতিতাবৃত্তি, বিজ্ঞাপন, পার্ক এবং হোটেলে অনৈতিক

কাজের সুযোগ করে দেওয়া ইত্যাদি। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

গায়িকা দাসী বিক্রি করবে না এবং কিনবেওনা। তাদের গান শিক্ষা দিবে না। এদের ব্যবসায় কোন কল্যাণ নেই। এদের মূল্য ভক্ষণ করা হারাম। এদের মত লোকদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে, 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওরা তারই যাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (Al-Tirmīdhī 1998, 1203, 3119)

৩.২.১৮ বায়'ব্যাক/ বায়'উল ঈনা তথা পাতানো ক্রয়-বিক্রয়

কোন ব্যক্তি তার পণ্যটি অন্যের কাছে বাকিতে বিক্রির পর আবার ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে তা নগদে ক্রয় করে নেয়াকে বায়' ঈনা বা বায়' ব্যাক বলে। এই বায়' ফাসিদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটা আসলে এক ধরনের পাতানো ক্রয়-বিক্রয়। এরূপ লেন-দেনকারীদের বাস্তবে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন উদ্দেশ্য থাকে না এবং যে পণ্যটি তারা ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলে তা ক্রয় করার যেমন কোন প্রয়োজন ক্রেতার থাকে না, তেমনি বিক্রেতারও তা বিক্রি করার কোন প্রয়োজন থাকে না। ক্রয়-বিক্রয় পাতানো হওয়ার কারণে বিক্রীত বস্তুটি পূর্বে যার ছিল তার কাছেই থেকে যায়। ক্রেতা পণ্যের ভোগ-ব্যবহারও করে না এবং তা অন্যত্র বিক্রি করে ব্যবসাও করে না। এটা সম্পূর্ণরূপে একটা পাতানো ক্রয়-বিক্রয়। এটা সরাসরি সুদ না খেয়ে ঘুরিয়ে সুদ খাওয়ার নামান্তর। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ রহ. বলেন,

فَهَذَا مَعَ التَّوَاطُؤِ يُبْطِلُ الْبَيْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا حِيلَةٌ،

ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ঐক্যমত সত্ত্বেও এরূপ কাজ দুটি বেচাকেনাকেই বাতিল করে দিবে। কেননা এটা কৌশল। (Ibn Taymiyyah 1995, 29/30)

শায়খ সালেহ বিন ফাওযান রহ. বলেন,

وهذا حرام لإنه احتيال على الربا كأنك بعة دراهم حاله بدرا هم مؤجلة أكثر منها وجعلت السلعة مجرد حيلة ووسيلة إلى الربا،

এটা হারাম। কারণ এটা সুদ খাওয়ার কৌশল। যেন আপনি বর্তমান মূল্যের চেয়ে বাকীতে বেশি মূল্যে বিক্রয় করলেন এবং স্রেফ সুদ খাওয়ার কৌশল ও মাধ্যম হিসেবে পণ্য গ্রহণ করেন। (Ibn Fawzān 1991, 21-22)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ধরনের পাতানো ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে বলেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

যখন তোমরা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বাকীতে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ আকঁড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকে। (অর্থাৎ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে) এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানকর অবস্থা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা নিজেরদের দীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদের এই অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিবে না।' (Abū Dā'ūd ND, 3003)

৩.২.১৯ এক বিক্রির ভিতর দুই বিক্রি/ বিক্রয়ে দু'টি শর্ত আরোপ করে ক্রয়-বিক্রয় করা

এক বিক্রির ভিতর দুই বিক্রি অথবা বিক্রয়ে দু'টি শর্ত আরোপ করে ক্রয়-বিক্রয় করা বায়' ফাসিদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কোন বিক্রেতা বললো- আমি এই জিনিসটি আপনার কাছে নগদে হলে এক হাজার টাকায়, আর বাকিতে হলে এক হাজার পাঁচশত টাকায় বিক্রি করলাম। অথবা এভাবে শর্তযুক্ত করলো, আমি আপনার নিকট আমার ঘরটি এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, আপনি আপনার ঘরটি আমার কাছে আবার বিক্রি করবেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বিক্রির ভিতর দুই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (Al-Tirmīdhī 1998, 1152)

৩.২.২০ ফল বা শস্য উৎপন্ন হবার পূর্বে বিক্রি করা

কোন নির্দিষ্ট গাছে ফল ধরার পূর্বে অথবা কোন নির্দিষ্ট জমিনে ফসল উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা সর্বসম্মতভাবে অবৈধ। (Al-Jajaeri ND, 570) কেননা মহানবী ﷺ অস্তিত্বহীন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ইবনু 'উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যবহারোপযোগী না হলে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কেই তিনি নিষেধ করেছেন। (Muslim ND, 2827)

৩.২.২১. সব ধরনের প্রতারণা, ক্ষতি ও আত্মসাৎ বর্জন করা

ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন প্রকার প্রতারণা, ক্ষতি ও আত্মসাৎ করা যাবে না। সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ধোঁকা ও প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (Muslim ND, 146)

অন্য হাদীসে রয়েছে, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাথর নিক্ষেপ করে বেচাকেনা করতে এবং অজ্ঞতামূলক লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।' (Muslim ND, 2783)

তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশি বেশি কসম করতেও সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه يُنفِّق ثم يَمْحَقُ 'তোমরা বিক্রয়ের জন্য অধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকো; কেননা তা পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা করে কিন্তু বরকত মিটিয়ে দেয়।' (Muslim ND, 3015)

অন্যায়ভাবে কারো টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

আর যে লোক কোন সম্পদ আত্মসাৎ করবে সে কিয়ামতের দিন সেই আত্মসাৎকৃত সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হবে। (Al-Qurān, 2 : 61)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমিন দখল করেছে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সাতটি যমীন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (Al-Bayhaqī 2003, 11532, 11533, 11536)

৩.২.২২ সন্দেহপূর্ণ যাবতীয় বিষয় বর্জন করা

ব্যবসায় নৈতিকতার আরেকটি দিক হলো, সন্দেহপূর্ণ যাবতীয় বিষয় বর্জন করা। যেমন- যে বাজারে হালাল পণ্যের সঙ্গে হারাম পণ্যের মিশ্রণ ঘটানো হয় সে বাজারে বেচাকেনা করা অথবা এমন কারো সঙ্গে লেনদেন করা যার অধিকাংশ পণ্যই হারাম, এরূপ সন্দেহপূর্ণ ব্যবসা বর্জন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেছেন,

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.

হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দুয়ের মাঝে রয়েছে অনেক সন্দেহজনক বিষয়। তা হালাল না হারামের অন্তর্ভুক্ত সেটা অনেক লোকই জানে না । যে ব্যক্তি এই সন্দেহজনক বিষয়গুলো ত্যাগ করবে সে তার নিজ দীন এবং মান-সম্মানেরই হেফাজত করবে। (Al-Bukhārī 1987, 50)

৩.২.২৩ অস্পষ্ট লেনদেন বর্জন করা

উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও যেসব লেনদেনে কলহ-বিবাদের আশঙ্কা থাকে এবং যেসব লেনদেনে কোন এক পক্ষেরই ক্ষতির সম্ভবনা থাকে, সেসব লেনদেন জায়িয নয়। যেমন পণ্য কিংবা মূল্য অথবা উভয়টি অস্পষ্ট রাখা। অথবা বেচাকেনার মধ্যে এমন শর্ত আরোপ করা যা উক্ত লেনদেনের অংশ নয়। যেমন বলা হল, বস্তুটি নগদ টাকায় কিনলে দাম একশত টাকা আর বাকিতে কিনলে দাম দুইশত টাকা। এসব লেনদেনে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে কলহ-বিবাদেরই সৃষ্টি হয়ে

থাকে। একটি হাদীসে রয়েছে, أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع وشرطٍ 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেচাকেনার সঙ্গে শর্ত আরোপ করতে নিষেধ করেছেন।' (Al-Ṭabarānī ND, 4361)

৩.৩ নৈতিকতার ক্ষেত্রে পরিপালনীয় বিষয়সমূহ

ইসলামে ব্যবসায় ও নৈতিকতা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একজন মুসলমান হিসেবে নৈতিকতা কেবল আমাদের ব্যবসায়ী জীবনেই পরিব্যপ্ত নয়; বরং আমাদের গোটা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর নিগূঢ় কার্যকারিতা রয়েছে। ব্যবসায় নৈতিকতা বলতে আমরা যে বিষয়টি বুঝি তা হলো, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ভালো ও কল্যাণকর নীতি, যা মানুষের অভীষ্ট অধিকারকে নিশ্চিত করবে এবং অকল্যাণকর যাবতীয় বিষয় থেকে মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের বেলায় কতগুলো শুভ নৈতিক বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অশুভ ও অনৈতিক কাজকে পরিহার করতে উৎসাহ দিয়েছে এবং এর মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত বলে উল্লেখ করেছে।

৩.৩.১ নিয়্যতকে বিশুদ্ধ করা

মানুষ পার্থিব স্বার্থ লাভ কিংবা প্রশংসা ও সুনাম অর্জন বা নিন্দার ভয়েও অনেক 'আমল করে থাকে। অন্তরকে এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও মুক্ত করে কেবল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করাকে ইখলাস বলা হয়। একজন মু'মিনের নিকট তাঁর ঈমানের দাবি হলো, তার জীবনের প্রতিটি কাজের পেছনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং নিয়্যাতের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে তার সকল কাজই আল্লাহ্র 'ইবাদতে পরিণত হবে। এজন্য ব্যবসায়ী যখন ব্যবসা শুরু করবে সর্বপ্রথম তার নিয়্যতকে এভাবে বিশুদ্ধ করে নিবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং হালাল উপার্জনের নিমিত্ত হিসেবে তা গ্রহণ করবে। নিয়্যতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'আমলসমূহ (অর্থাৎ এগুলোর ফালফল কিংবা বিশুদ্ধতা) একান্তই নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল।' (Al-Bukhārī 1987, 1)

৩.৩.২ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করা

ব্যবসার ক্ষেত্রে নৈতিকতার আরেকটি দিক হলো, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করা, যাতে কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ ইসলামের মূলনীতি হলো, لا ضرر ولا ضرار 'কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারও ক্ষতির শিকারও হওয়া যাবে না।' (Ibn Mājah ND, 2340, 2341)

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, উমর রা. বাজার পরিদর্শন করতেন, তাঁর হাতে একটি বেত থাকতো। কাউকে অন্যায় কিছু করতে দেখলে তিনি বেত দিয়ে শাসাতেন এবং বলতেন, لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، وَإلا وَقَعَ فِي الرِّبا شَاءَ أمْ أَبَى 'আমাদের

বাজারে তারাই বেচা-কেনা করবে যাদের এ বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে। অন্যথায় ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সুদে জড়িয়ে পড়বে।' (Al-Tirmīdhī 1998, 487)

অনুরূপভাবে আলী রা. বলেছেন,

مَنِ اتَّجَرَ قبلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَطَمَ فِيْ الرِّبَا ، ثُمَّ ارْتَطَمَ ، ثُمَّ ارْتَطَمَ . أي : وقع في الربا

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার পূর্বে যে ব্যক্তি ব্যবসা শুরু করবে সে সুদে জড়িত হল, সে সুদে জড়িত হল, সে সুদে জড়িত হল। (Ibn Qudāmah 1968, 2/22)

৩.৩.৩ সকাল সকাল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়া

সকাল সকাল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়া। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উম্মতের সকালসমূহের বরকতের জন্য দু'আ করেছেন। যেমন হযরত সখর আল-গামিদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেছেন,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.

হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের সকালসমূহে বরকত দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন যুদ্ধ উপলক্ষে সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করতেন, দিনের প্রথমাংশেই পাঠাতেন। বলা হয়, সখর ছিলেন একজন ব্যবসায়ী ব্যক্তি। তিনি তার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের দিনের প্রথমভাগে ব্যবসায়ে পাঠাতেন। এতে তিনি ধনী হয়েছিলেন এবং তার সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছিল। (Abū Dā'ūd ND, 2239)

৩.৩.৪ বাজারে প্রবেশ করার সময় আল্লাহকে স্মরণ করা

ইসলামে আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো, সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার কথা স্মরণ রাখবে এবং প্রতিটি চিন্তা, কথা ও কাজে তাঁর আদেশ-নিষেধ ও পছন্দ-অপছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুর'আনের বহু জায়গায় নানাভাবে তাঁর কথা স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ 'হে মুমিনগণ, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো।' (Al-Qurān, 33:41)

তাই একজন ব্যবসায়ীর কর্তব্য হবে, সে যখন বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে তখন থেকে আল্লাহ্র যিকির তথা স্মরণ করা। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ

যে ব্যক্তি এ দু'আ পড়ে বাজারে প্রবেশ করল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর তত্ত্বাবধানে। তিনিই সমস্ত প্রশংসার

মালিক। তিনি জীবন্তকারী এবং মৃত্যুদানকারী। তিনি চিরঞ্জীব। তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্ তাআলা তার আমলনামায় লক্ষ লক্ষ নেকী দান করবেন, লক্ষ লক্ষ পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং লক্ষ লক্ষ মর্যাদা বুলন্দ করবেন। (Al-Tirmīdhī 1998, 3350)

৩.৩.৫ লেনদেনে উদারতা ও কোমলতা প্রকাশ করা

ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও উত্তম শিষ্টাচার হলো, লেনদেনের ক্ষেত্রে উদারতা ও কোমলতা প্রকাশ করা, সর্বোচ্চ চারিত্রিক গুণাবলি প্রকাশ করা, কোন দাবি আদায় করতে সাধারণ জনগণের ওপর কোনো রকম সংকীর্ণতা, কষ্ট বা সঙ্কট চাপিয়ে না দেওয়া ইত্যাদি। ইসলাম সদা-সর্বদা সহজ-সরল কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মানুষকে উৎসাহিত করেছে। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরের সঙ্গে ভালো ও কোমল আচরণের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে, নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেছেন, رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى 'আল্লাহ্ তাআলা ঐ ব্যক্তির ওপর রহমত করেন যে ক্রয়-ক্রিয়ের সময় এবং নিজের হক আদায়ের সময় কোমল আচরণ করে। (Al-Bukhārī 1987, 2076)

তাছাড়া কোনো অভাবগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্তকে কেউ যদি সময় এবং সুযোগ দেয় তাহলে তার রয়েছে অনেক সওয়াব। অপর হাদীসে তিনি আরো বলেন,

غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির একজন লোককে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে বেচাকেনার সময় এবং পাওনা মিটানোর সময় সহজতা অবলম্বন করত। (Al-Tirmīdhī 1998, 1241)

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সরলতা ও সততা প্রদর্শনকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুসংবাদ প্রদান করে বলেছেন, أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا 'ক্রয়-বিক্রয়ে যে লোক সহজ-সরল নীতি অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (Ibn Mājah ND, 2193, 2202)

৩.৩.৬ ব্যবসায় পণ্য থেকে কিছু দান-সদকা করা

ব্যবসায় পণ্য থেকে কিছু দান-সদকাহ করা। যাতে তা ব্যবসার ক্ষেত্রে মনের অজান্তে ঘটে যাওয়া ছোটখাটো অপরাধের মার্জনাকারী হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! লেনদেনের সময় শয়তান ও গুনাহ এসে উপস্থিত হয়। অতএব তোমরা ব্যবসায়ের সঙ্গে দান-সদকাহ্ও যুক্ত করো। (Al-Tirmīdhī 1998, 1129)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمْ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.

হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ক্রয়-বিক্রয়কালে শপথ ও বেহুদা কথাবার্তা হয়ে যায়, তাই কিছু দান খয়রাত করে তা ধূয়ে পরিচ্ছন্ন করে নাও। (Al-Nasayī 1420H, 4387, 4463)

৩.৩.৭ চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা

ইসলামে অঙ্গীকার রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। অঙ্গীকার রক্ষা করা একজন সৎ ব্যবসায়ীর অন্যতম কর্তব্য। একজন ভালো ব্যবসায়ী কখনোই তার প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে আসবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (Al-Qurān, 5 : 1)

অপর আয়াতে তিনি আরো বলেন, ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ 'অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (Al-Qurān, 17 : 34)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ 'যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে না, দীন ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।' (Aḥmad 2001, 13637)

অন্য একটি হাদীসে ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের একটি প্রধান আলামত ও লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

মুনাফিকের লক্ষণ হলো তিনটি। এগুলো হলো, এক. সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। দুই. যখন সে ওয়াদা ও চুক্তি করে ভঙ্গ করে। তিন. যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তা খিয়ানত করে। (Al-Bukhārī 1987, 220)

৪. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইসলামের সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, মুদ্রাস্ফীতি, লেনদেনে প্রতারণা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অসাধুপন্থা অবলম্বন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের এসব দিক-নির্দেশনার অনুসরণ মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনের সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের এসব দিক-নির্দেশনা ক্রেতা-বিক্রেতা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আমদানি-রপ্তানিতে নিয়োজিত লোকজনসহ সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যাবতীয় অন্যায় ও অনৈতিক কার্যাবলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের এসব দিক-নির্দেশনা অবলম্বনের মাধ্যমেই শোষণ-বঞ্চিত ও সুখী-সমৃদ্ধ একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Dā'ūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistānī. ND. *Sunan*. Bairut: Al-Maktaba al-Asriyyah.

Aḥmad ibn Ḥambal. 2001. *Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Ansārī, Abū Yahyā Zakariya Ibn Muḥammad. 1313H. Asnā al-Matālib Sharh Rawd al-Tālib. Cairo: Al-Matbaʿa al-Maimaniyyah.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 2003. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammd ibn Ismā'īl. 1987. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Iṣfahānī, Abū al-Ḳāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad ibn al-Mufaḍḍal al-Rāgib al-Iṣfahānī. 1412H. *Mufradāt al-Qurān*. Beirut: Dār al-Qalam.

Al-Kāsānī, 'Alauddin Abū Bkr. 1986. Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Sharāi'. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn 'Ali ibn Abu Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī. ND. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.

Al-Nasayī, Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad Inb Shu'aib Ibn 'Alī. 1420H. *Sunan*. Amman: Bait al-Afkār al-Dawliyah.

Al-Nawawī, Abū Zakariā Yaḥyā Ibn Sharaf. 1991. Rawḷah al-Ùālibīn. Beirut: Al-Maktab al-Islām.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. 1987. *Al-Minhāj*. Bairut: Dār al-Rayyān lit Turās.

Al-Qaradawī, Yūsuf. 1984. Islame Halal Haramer Bidhan. Translated by: Mawlana Abdur Rahim. Dhaka: Khairun Prokashoni.

Al-Qaradawī, Yūsuf. 2012. Al-Ḥalāl Wal Ḥarām fī Islām. Cairo: Maktaba al-Wahbah.

Al-Quḍā'ī, Abū ʻAbdillāh Muḥammad ibn Salāma. 1986. *Musnad al-Shihāb*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Sharakwī, ʻAbdillāh ibn Ḥizājī ibn Ibn Ibrāhīm. ND. *Hāshiya*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn ʻAbd al-Rahmān ibn Abū Bakr. 2010. *Jami' al-Sagīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān Ibn Aḥmad ibn Ayūb ibn Muṭawyyir. ND. *Al-Mu'jam al-Awsat*. Cairo: Dār al-Ḥaramain.

Al-Tirmīdhī, Abū ʻĪsā Muḥammad ibn ʻĪsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī al-Tirmidhī. 1998. *Sunan*. Bairut: Dār al-Garb al-Islāmiyyah.

Al-Zahabī, Shams ad-Dīn. ND. *Kitāb al-Kabāir*. Bairut: Al-Maktaba al-Asriyyah.

Al-Zuhaylī, Wahbah Mustafā. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Beirut: Dār al-Fikr.

binbaz.org. 2020. حد الربح في التجارة. Accessed June. 24, 2020. https://binbaz.org.sa/fatwas/8388/حد-الربح-في-التجارة

Dehlawī, Shah Waliullah. ND. Hujjatullah al-Bāligah. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah

Hossen, Pr. Muhammad Anwan. 2004. *Bebsay Songothoner Ruprekha*. Dhaka: The City Publications.

https://bn.wikipedia.org/wiki/ব্যবসা

Ibn 'Abd Al-Barr, Abu 'Umar Yusuf Ibn 'Abd Allah. 2013. Al-kafi fi fiqh ahl al-madinah.Beirut: Dar Turath.

Ibn Fawzān, Dr. Sāleh. 1991. *Al-Buyū al-Manhī Anhā Fī al-Islām*. Riyadh: Maktaba al-Safadī.

Ibn Khaldūn, Walī al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī Bakr Muḥammad ibn al-Ḥasan Ibn Khaldūn. 2010/1431H. Cairo: Dār ibn al-Jawzī.

Ibn Mājah, Abū ʻAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rabʻī al-Qazwīnī Ibn Mājah. ND. *Sunan*. Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-ʻArabiyyah.

Ibn Muflih, Abū Ishāq Burhanuddīn Ibrahīm. 1980. Al-Mubdiʻ fī Sharh al-Murnī ʻ. Vol. 2. Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī.

Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm. 2013. al-Baḥr al-rā'iq, sharḥ Kanz al-daqā'iq. Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Ibn Qayyim, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr. 1317H. Al- Turuq al-Hukumiyyah fi al- Siyasah al-Shar'iyyah, Egypt.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʻAbdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1968. *Al-Mughnī*. Cairo Maktaba al-Qahirah.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn ʻAbd al-Halīm. 1995. *Majmū'u Fatāwā Shaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*. Saudi Arabia: Majma'u al-Malik Fahd.

Kishk, Abd al-Ḥamīd. ND. Fī Rihāb al-Tafsīr. Egypt: Al-Maktab al-Misrī al-Hadīs.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. ND. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʻArabī

Osmanī, Muhammad Taqī. 1992. *Takmila Fath al-Mulhim*. Karachi: Dar al-Ulum.

Qal'ajī, Dr. Muḥammad Rawwās & Qunaibī, Dr. Hāmid Sādiq. 1998. *Mu'jam Lughat al Fuqahā*. Dar al-Nafāis.

Rahim, Mawlana Muhammad Abdur. 1980. *Islami Orthoniti Bastobayon*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh

Rahman, Fazlur. 2007. *Adhunik Arbi-Bangla Obidhan*, Dhaka: Riyadh Prakashani.

Sayyid Sābiq. 1999. *Fiqh as-Sunnah*. Cairo: Dār al-Fath.

Wikipedia. 2020. Bebsa (Business). Last modified May 18.